হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৭২৫/১৯৯৫

মোঃ বাবুল

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই।

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্রপক্ষে।

শুনানীর এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১০.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, ৩য় আদালত, বরিশাল কর্তৃক দায়রা মামলা নং-৪১/১৯৯৪ [জি, আর, মামলা নং ২৮০/১৯৯২ (কোতোয়ালী) হতে উদ্ভূত]-এ দন্ডবিধির ৩৯৪ ধারার অপরাধে আসামী মোঃ বাবুলকে দোষী সাব্যস্ত করে ০৬ (ছয়) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা অনাদায়ে ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজি ০৫.০১.১৯৯৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে, রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীলের দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ৩য় সহকারী দায়রা জজ আদালত, বরিশাল কর্তৃক দায়রা মামলা নং- ৪১/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ০৫.০১.১৯৯৫

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ *''প্রসিকিউশন পক্ষের মামলার বিবরন সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ-* *বরিশাল কোতয়ালী থানার কাউনিয়া আমিন বাড়ীর বজলুর রহমান খান বিগত ইং ০৬.০৭.৯২ তাং সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় কোতয়ালী থানায় এই মর্মে লিখিত এজাহার দাখিল করেন যে, তিনি বরিশাল পৌরসভার একজন কর্মচারী এবং প্রায় ২ (দুই) বৎসর যাবৎ কাউনিয়া আমিন বাড়ী এলাকায় গৃহ নির্মানে সপরিবারে বসবাসরত এবং বাড়ী নির্মানের প্রায় ৪/৫ মাস পূর্ব হইতে কাউনিয়া বিসিক রোডের আবদুল বারেকের পুত্র আসামী মোঃ বাবুল বাদীর নিকট চাঁদা দাবী করিতে থাকে। বাদী টাকা দিতে অস্বীকার করায় আসামী বাদীর উপর আক্রোশ পোষন করিতে থাকে। গত ইং ৩০.০৬.৯২ তারিখে আসামী বাদীর নিকট দুই হাজার টাকা দাবী করিয়া অজ্ঞাত এক লোক মারফত বাদীর নিকট চিঠি পাঠায়। কিন্তু বাদী টাকা না দেওয়ায় ইং ০৬.১০.৯২ তাং সকালে অনুমান ০৮.০০ টা সময় পূর্বের চিঠির বরাত দিয়া আসামী দুই হাজার টাকা দাবী করিয়া পুনঃ অজ্ঞাত এক বালকের মাধ্যমে বাদীর স্ত্রীর নিকট চিঠি পাঠায় এবং বাদীর স্ত্রী উক্ত চিঠি সম্পর্কে বাদীকে অবহিত করে। অতঃপর উক্ত চিঠি সহ তাহার আত্মীয়র বাড়ী ঝাউতলার উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া তারনীকুমার সড়কে পৌছাইলে আসামী বাবুল তাহার দলীয় লোকজন সহ বাদীর রিকসা থামায় এবং আসামী স্বাক্ষীদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বাদীর চোখের নীচে ঘুষি মারে এবং জোর পূর্বক বাদীকে রিকসা যোগে নাজিরের পুলের দিকে লইয়া যায় এবং বাদীকে কাউনিয়া বিসিক রোডে লইয়া গিয়া বিভিন্নভাবে কিল চড়, ঘুষি মারে এবং বাদীর পকেট হইতে আসামী জোরপূর্বক ৪৫০/= টাকা ছিনাইয়া লয়। অতঃপর বাদীকে আসামী একটি দালানে আটক রাখে কিন্তু বাদী জনৈক নাসির চৌধুরীর সহযোগিতায় আটক অবস্থা হইতে মুক্তি পায়। ঘটনার বিষয়ে বাদী তাহার অফিস কর্তৃপক্ষকে বিস্তারিত অবহিত করে এবং বাদী উহার আঘাত শেরে বাংলা মেডিকেল হাসপাতালের জরুরী বিভাগে চিকিৎসা করান। এবং ডাক্তারী সনদপত্র সহ আসামীর বিরুদ্ধে অবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে থানায় এজাহার দায়ের করেন।* *বাদীর টাইপকৃত এজাহার প্রাপ্ত হইয়া বরিশাল কোতয়ালী থানার এস,আই, এস, এম শাহ- আলম ইং ০৬.০৭.৯২ তাং ১১.৩৫ মিনিটে থানায় ১২ নং মামলা রুজু করেন এবং প্রাথমিক তথ্য বিবরনী ফরম পূরন করেন। বাদীর এজাহার প্রঃ নং-২ এবং উহাতে বাদীর স্বাক্ষর প্রঃ নং-২/১ হিসাবে প্রমান চিহ্নিত হইয়াছে। এস,আই, আবীর আহম্মদ তারিককে মোকদ্দমার তদন্তভার অর্পন করা হয় এবং তিনি মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

করেন, সূচীপত্র সহ ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র প্রস্তুত করেন, স্বাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তদন্তে আসামীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় আসামীর বিরুদ্ধে ইং ১২.০৯.৯২ তাং কোতয়ালী থানার ১৮৯ নং অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

মাননীয় দায়রা জজ বরিশাল কর্তৃক ইং ০৯.১০.৯৪ তারিখের আদেশে অত্র ৪১/৯৪ নং সেসন মোকদ্দমাটি বর্তমান আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। অতঃপর ইং ২২.১০.৯৪ তারিখে একমাত্র ও পলাতক আসামী মোঃ বাবুলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধি ৩৯৪ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করা হয়। কিন্তু আসামী পলাতক থাকায় তাহাকে অভিযোগ পাঠ করিয়া শুনানো হয় নাই। আসামী পলাতক থাকায় তাহার অনুপস্থিতিতে মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। মোকদ্দমার প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন স্বাক্ষীর দ্বারা স্বাক্ষ্য প্রদান করা হয়। একমাত্র আসামী পলাতক এবং সেকারন তৎপক্ষে মামলার সাফাই স্বাক্ষ্য প্রদানের প্রশ্ন অবান্তর। মামলার প্রসিকিউশন পক্ষের স্বাক্ষ্য গ্রহনে শেষে মামলার পলাতক একমাত্র আসামীকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

মোকদ্দমার বিচার্য বিষয় সমূহঃ-

১। মামলার ঘটনার তারিখে সময়ে ও ঘটনাস্থলে প্রসিকিউশন পক্ষের দাবী মোতাবেক কি আসামী অপরাধ সংঘটিত করে?

২। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত মামলার ডাকাতির অভিযোগ কি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত?

৩। আসামী বাংলাদেশ দন্ডবিধি ৩৯৪ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে তাহা বিবেচনার সংগত কারন আছে কি এবং আসামীকে কি মামলার আনীত অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করিয়া শাস্তির আদেশ প্রদান করা যায়?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

১-৩ নং বিচার্য বিষয় পরস্পর সম্পৃক্ততার কারনে এবং পর্যালোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় সমূহকে একত্রে গ্রহন করা হইল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মোকদ্দমার প্রসিকিউশন পক্ষ ৫ (পাঁচ) জন স্বাক্ষীর দ্বারা স্বাক্ষ্য প্রদান করেন এবং তন্মধ্যে পি ডব্লিউ-নং ১ বজলুর রহমান অর্থাৎ বাদী সহ অপর ৪ জন স্বাক্ষীর সকলেই স্থানীয় স্বাক্ষী। মোকদ্দমার পুলিশি কোন স্বাক্ষী নাই। মোকদ্দমার তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা সম্প্রতি বিদেশ (হাইতি) গমন করিয়াছেন বিধায় সরকার পক্ষ তাহাকে স্বাক্ষী হিসাবে হাজির করিতে ব্যর্থ হন এবং আদালতে সি,ডি দাখিল করিয়া সরকার পক্ষ হইতে উহার ভিত্তিতে এবং অপরাপর স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যের আলোকে মামলার বিচার নিষ্পত্তির কথা উল্লেখ করেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রসিকিউশন পক্ষের ১ নং স্বাক্ষী মামলার এজাহারকারী বজলুর রহমান। তিনি পি ডব্লিউ-নং ১ হিসাবে তাহার জবানবন্দীতে মূলতঃ এজাহারের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। তাহার স্বাক্ষ্যে মামলার ঘটনা তারিখ ঘটনাস্থল ও আসামী কর্তৃক মামলায় বর্নিত মতে বাদীকে মারপীট ও বাদীর নিকট হইতে ৪৫০/- টাকা ছিনাইয়া বা ডাকাতি করিয়া লইবার ঘটনা প্রকাশ পায়। বাদীর স্বাক্ষ্যে ব্যক্ত যে, আসামী বাবুল সহ তাহার অন্য সহযোগীরা বাদীর বাড়ীতে আসিয়া বাদীর নিকট ২০০০/= টাকা দাবী করে। বাদী উক্ত টাকা না দেওয়ায় আসামী বাদীকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। ঘটনার দিন ইং ০৬.০৭.৯২ তাং সকাল ০৯ ঘটিকার সময় বাদী যখন জালিয়া বাড়ী পোল পার হইয়া দক্ষিন দিকে আসে তখন আসামী বাবুল বাদীকে আক্রমন করিয়া মারপিট ও জখম করে এবং বাদীর পকেট হইতে ৪৫০/= টাকা ছিনাইয়া লয়। *বাদী তাহার জখমী অবস্থার ছবি (প্রঃ নং-১) আদালতে দাখিল করিয়াছেন। বাদীর স্বাক্ষ্যে আরও বর্নিত যে, তিনি উক্ত জখমের কারনে বরিশাল মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করান। বাদীর স্বাক্ষ্যে বিবৃত যে ঘটনার দিন বাদীকে মারপিট করিয়া আসামী ও তাহার সহযোগীরা বাদীকে জোরপূর্বক লইয়া গিয়া বিসিক অফিসের একটি ঘরে আটক রাখে। বরিশাল পৌরসভার প্রশাসক বাদীকে উক্ত আটক অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। উদ্ধার প্রাপ্তির পর বাদী মেডিকেল কলেজ চিকিৎসা হইয়া থানায় আসিয়া মামলার এজাহার করেন উক্ত এজাহার প্রঃ নং-২ এবং উহাতে বাদীর স্বাক্ষর প্রঃ নং ২/১ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ঘটনার বিষয়ে বাদী অন্যান্যকে বিস্তারিত অবহিত করেন মর্মে স্বাক্ষ্যে উল্লেখ করেন। পি ডব্লিউ-নং ১ তাহার স্বাক্ষ্যে ইহাও উল্লেখ করেন যে, যদিও আসামী পলাতক কিন্তু সে বাদীকে অত্র মামলা প্রত্যাহারের জন্য বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করিতেছে।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ২ নং সাক্ষী হিসাবে বাদীর স্ত্রী খাদিজা বেগম মোকদ্দমার স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহার স্বাক্ষ্যে ব্যক্ত যে, আসামী বাবুল তাহার পরিচিত। বিগত ইং ৩০.০৬.৯২ তাং আসামী বাবুল কতিপয় লোকজন সহ তাহাদের বাড়ীতে গিয়া তাহাদের নিকট ২০০০/= টাকা চাঁদা দাবী করেন এবং টাকা না দেওয়ায় আসামী তাহাদেরকে বিভিন্ন হুমকি দেয়। পরে ইং ০৬.০৭.৯২ তাং সকাল অনুমান ০৯.৩০ ঘটিকার দিকে পি ডব্লিউ নং ২ এর স্বাক্ষী বাড়ী হইতে বাহির হইলে পথে আসামী বাবুল ও তাহার সহযোগীরা পি ডব্লিউ নং-২ এর স্বামীকে মারপিট করে এবং তাহার পকেট হইতে টাকা ছিনাইয়া লয়। আসামীর মারপিটের কারনে বাদীর মুখে ও চোখে গুরুতর জখম হয়। পি ডব্লিউ নং-২ এর স্বামী জখমের কারনে মেডিকেল*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কলেজে চিকিৎসা করায়। পি ডব্লিউ-নং ২ অন্যান্যর মত ঘটনার বিষয়ে তাহার স্বাক্ষীর নিকট হইতে বিস্তারিত শুনিয়াছেন। *প্রসিকিউশন পক্ষের ৩ নং স্বাক্ষী আঃ মান্নান। তাহার স্বাক্ষ্যে ব্যক্ত যে, বাদী ও আসামী উভয় পি ডব্লিউ নং ৩ এর পরিচিত। উক্ত পি ডব্লিউ নং ৩ স্বাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি লোকমুখে শুনিয়াছেন যে, আসামী বাবুল বাদীকে মারপিট করিয়াছে এবং তিনি বাদীর কপালে ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় দেখিয়াছেন। বাদী তাহাকে এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই।* *এই স্বাক্ষীকে সরকার পক্ষ হইতে বৈরী ঘোষনা করা হয় এবং সরকার পক্ষের জেরার উত্তরে পি ডব্লিউ নং ৩ অস্বীকার করেন যে, তিনি আসামীর পক্ষভুক্ত হইয়া প্রকৃত ঘটনা গোপন করত: মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিয়াছেন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৪ নং স্বাক্ষী রুহুল আমিন। তাহার স্বাক্ষ্যে ব্যক্ত যে, তিনি বরিশাল পৌরসভার চাকুরীরত। মামলার বাদী তাহার পরিচিত। বিগত ইং ০৬.০৭.৯২ তাং অনুমান সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় জালিয়াবাড়ী পোলের নিকট আসামী বাদীকে গুরুতর জখম করে এবং বাদীর নিকট হইতে জোরপূর্বক ৪৫০/ টাকা ছিনাইয়া লয়। আসামীরা বাদীকে আটক রাখে এবং বাদী আটক অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইয়া পি ডব্লিউ নং-৪ সহ স্বাক্ষীদেরকে ঘটনার বিষয় বিস্তারিত জানায় এবং অত্র স্বাক্ষী বাদীকে জখম চিকিৎসার পরে ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় দেখিতে পান মর্মে তাহার স্বাক্ষ্যে উল্লেখ করেন।* *প্রসিকিউশন পক্ষের ৫ নং স্বাক্ষী খোকন দাস। তাহার স্বাক্ষ্যে ব্যক্ত যে, বরিশাল জালিয়াবাড়ী পোলের নিকট তাহার বাড়ী অবস্থিত। বিগত ইং ০৬.০৭.৯২ তাং অনুমান সকাল ০৯.০০ ঘটিকার সময় আসামী বাদীকে মারপিট করিয়া বাদীর নিকট হইতে ৪৫০/= টাকা ছিনাইয়া লইয়াছে মর্মে তিনি শুনিয়াছেন। মামলার ঘটনার বিষয়ে তিনি বাদীর নিকট হইতে বিস্তারিত জ্ঞাত হন। আসামী কর্তৃক বাদী জখম হইয়াছেন মর্মে ও অত্র স্বাক্ষী শুনিয়াছেন।* *মামলার আগত স্বাক্ষ্য প্রমানাদি পর্যালোচনায় দৃষ্ট হয় যে, মোকদ্দমার প্রসিকিউশন পক্ষে কোন পুলিশী স্বাক্ষ্য নাই। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারী উদ্যোগে বিদেশ গমন করায় তদ্বারা প্রসিকিউশন পক্ষ স্বাক্ষ্য প্রমান- এ ব্যর্থ হন। কিন্তু প্রসিকিউশন পক্ষ হইতে সংগত কারনে সি,ডি আদালতের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে। যাহা বাদী পক্ষের কেস প্রমানে এবং আসামীর বিরুদ্ধে দাখিলী অভিযোগ নামা প্রমানে সহায়ক বিবেচনা করা যায়। এতদভিন্ন প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত স্বাক্ষ্য পর্যালোচনাও বিশ্লেষনে প্রতীয়মান হয় যে, প্রসিকিউশন পক্ষের পি ডব্লিউ নং-১ অর্থাৎ বাদীর স্বাক্ষ্যে মামলায় বর্নিত অপরাধের ঘটনা, স্থান ও সময়ে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যথারিতী বিবৃত যাহা আদৌ মামলার আসামী পক্ষের দ্বারা বঞ্চিত নহে। আসামী পক্ষ মামলার আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই। আসামীর প্রতি বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ পি পি প্রদান সত্ত্বে ও সে পলাতক। পি ডব্লিউ নং-১অর্থাৎ বাদীর স্বাক্ষ্য পি ডব্লিউ নং-২ খাদিজা বেগম ও পি ডব্লিউ নং- ৪ রুহুল আমিনের স্বাক্ষ্যে। *পি ডব্লিউ নং-২ খাদিজা বেগম বাদীর স্ত্রী হইলে ও পি ডব্লিউ নং-৪ এবং পি ডব্লিউ নং ৫ খোকন দাস যাহাদের স্বাক্ষ্যে মামলার আনীত অভিযোগ সমর্থিত হইতে দেখা যায়। নিরপেক্ষ স্বাক্ষী। উক্ত পি ডব্লিউ নং-১, ২, ৪, এবং ৫ এর স্বাক্ষ্যে সমর্থিত ও প্রমানিত হয় যে, বিগত ইং ০৬.০৭.৯২ তারিখ সকাল অনুমান ০৯.০০ ঘটিকার সময় আসামী বাবুল তাহার সহযোগীদের সমন্বয়ে জালিয়াবাড়ী পোলের নিকট রিকসা যোগে গমনকারী বাদীকে আক্রমন পূর্বক মারপিট করিয়া মুখে জখম করে এবং বাদীর নিকট হইতে ৪৫০/= টাকা ছিনাইয়া লয় এবং বাদীকে জোরপূর্বক ধরিয়া লইয়া বিসিক রোডের একটি বাড়ীতে আটক রাখে এবং পরবর্তীতে বাদী তথ্য হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। বাদী পক্ষের উক্ত স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্যে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনা, সময় ও স্থান সম্পর্কে সামঞ্জস্য বিদ্যমান দেখা যায়। যাহা মামলার খন্ডিত নহে বা খন্ডনের কোন চেষ্টা মামলায় অনুপস্থিত। আসামীর সহিত বাদীর ব্যক্তিগত কোন পূর্ব শত্রুতার প্রমান মামলায় নাই। আসামীর পূর্ব দাবী মোতাবেক বাদী চাঁদা প্রদান না করায় আক্রোশে আসামী মামলায় বর্নিত অপরাধ সংঘটিত করে মর্মে প্রতীয়মান হয়।* *মামলার অপর স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য বাদ দিলে ও বাদীর নিজের এবং পি ডব্লিউ নং-৪ রুহুল আমিনের স্বাক্ষ্যে আসামীর বিরুদ্ধে মামলার আনীত অভিযোগ প্রমানিত হইয়াছে মর্মে ধারনা করি। মোটের উপর মোকদ্দমার সামগ্রিক পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনে প্রমানিত যে, মামলার ঘটনার তারিখে, সময়ে ও ঘটনাস্থলে মামলার বিবরন মতে আসামী অপরাধ সংঘটিত করে এবং বিবেচনা করি যে, আসামীর বিরুদ্ধে আনীত ডাকাতির অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত এবং আসামী বাংলাদেশ দন্ড বিধি ৩৯৪ ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছে বিধায় আসামীকে মামলার আনীত অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তির আদেশ প্রদান করা সমুচিত। অবশ্য আসামী কর্তৃক অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় আসামীকে অধিকতর কম শাস্তি প্রদান যুক্তি সংগত হইবে মনে করি।* *এবং সে মতে মামলার আলোচনার বিষয় সমূহের বিচার নিষ্পন্ন করা হইল।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অতএব,

আদেশ হয় যে,

আসামী মোঃ বাবুলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ড বিধি ৩৯৪ ধারার অপরাধ সন্ধেহাতীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাকে উক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করিয়া ৬ (ছয়) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ২০০০/= (দুই হাজার) টাকার অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল এবং দন্ডের অর্থ অনাদায়ের আসামী অতিরিক্ত ৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করিবে।

আসামীর আত্মসমর্পন বা গ্রেফতারের তারিখ হইতে তাহার দন্ডভোগের মেয়াদ শুরু হইবে।

দন্ডাদেশ কার্যকর করিতে ও আসামীকে গ্রেফতার করার জন্য অত্র আদেশের কপি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরিশাল বরাবর প্রেরন করা হউক।

আমার কথামত লিখিত ও সংশোধিত।

স্বাক্ষরঃ- মোঃ শামসুল আলম খান
৩য় সহকারী দায়রা জজ
বরিশাল।
০৫.০১.৯৫

স্বাক্ষরঃ- মোঃ শামসুল আলম খান
৩য় সহকারী দায়রা জজ,
বরিশাল।
০৫.০১.৯

বাদী তার এজাহারে বর্ণনা করেন যে, ''জোর পূর্বক বাদীকে রিকসা যোগে নাজিরের পুলের দিকে লইয়া যায় এবং বাদীকে কাউনিয়া বিসিক রোডে লইয়া গিয়া বিভিন্নভাবে কিল চড়, ঘুষি মারে এবং বাদীর পকেট হইতে আসামী জোরপূর্বক ৪৫০/= টাকা ছিনাইয়া লয়। অতঃপর বাদীকে আসামী একটি দালানে আটক রাখে কিন্তু বাদী জনৈক নাসির চৌধুরীর সহযোগিতায় আটক অবস্থা হইতে মুক্তি পায়।''

কিন্তু এজাহারকারী বজলুর রহমান পি, ডাব্লিউ-১ হিসেবে তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বাদীকে আসামী ও তার সহযোগীরা জোরপূর্বক বিসিক অফিসের একটি ঘরে আটক করে রাখে। বরিশাল পৌরসভার প্রশাসক এজাহারকারীকে উক্ত আটক অবস্থা হতে উদ্ধার করেন।

বাদী তার এজাহারে বলছেন যে, এজাহারকারী জনৈক নাসির চৌধুরীর সহযোগীতায় আটক অবস্থা হতে মুক্তি পায়।

বাদী এজাহারে বলছেন আসামী তাকে দালানে আটক করে রাখে কিন্তু পি, ডাব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষ্যে বলছেন আসামী ও তার সহযোগীরা এজাহারকারীকে বিসিক অফিসের একটি ঘরে আটক করে রাখে।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এজাহারকারী এজাহারে বলেছেন জনৈক নাসির চৌধুরী বাদীকে আটক অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। অপরদিকে, এই এজাহারকারী পি, ডাব্লিউ-১ হিসেবে তার সাক্ষ্যে বলেন যে, বরিশাল পৌরসভার প্রশাসক এজাহারকারীকে আটক অবস্থা হতে উদ্ধার করেন। এজাহারকারী এজাহার এবং পি, ডাব্লিউ- ১ হিসেবে তার সাক্ষ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করছে প্রতীয়মান। এজাহারকারীর এজাহারে বর্ণিত মতে জনৈক নাসির চৌধুরী কিংবা এজাহারকারীর পি, ডাব্লিউ-১ হিসেবে সাক্ষ্যে প্রদানকালে প্রদত্ত বক্তব্যে বরিশাল পৌরসভার প্রশাসককে অত্র মামলায় সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে প্রসিকিউশন পক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। *বাদীর স্ত্রী খাদিজা বেগম ২নং সাক্ষী হিসেবে তার সাক্ষ্যে কোথাও বলে নাই যে, আসামী এজাহারকারীকে বিসিক অফিসের কামরায় কিংবা অন্যকোন দালানে আটক করে রেখেছিল। প্রসিকিউশন পক্ষের ৩ এবং ৫নং সাক্ষী যথাক্রমে আব্দুল মান্নান এবং খোকন দাস তার জবানবন্দিতে পরিস্কার ভাবে বলেছেন যে, ঘটনার বিষয়ে তারা বাদী থেকে শুনেছেন মাত্র। প্রসিকিউশন পক্ষের ৪নং সাক্ষী রুহুল আমিন তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বাদীকে তিনি চিকিৎসার পর ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় দেখতে পান। অর্থাৎ প্রসিকিউশন পক্ষের ২, ৩, ৪ এবং ৫ নং সাক্ষী ঘটনা দেখেন নাই প্রমানীত।* ***সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, এজাহারকারী অত্র আপীলকারীকে হয়রানী করার হীনমানষে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। রাষ্ট্র পক্ষ আপীলকারীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩৯৪ ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ আপীল আদালত সঠিকভাবে দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য।*** **অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হলো।** বিজ্ঞ সহকারী দায়রা জজ, ৩য় আদালত, বরিশাল কর্তৃক দায়রা মামলা নং- ৪১/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৫.০১.১৯৯৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আসামী-আপীলকারীকে উক্ত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি তথা খালাস দেওয়া হলো। আপীলকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ